R.N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

রঘুনাথগঞ্জ আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটী লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১২ সাল।
৮ই মার্চ ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

নতুন ভোটার হতে গিয়ে মানুষ হয়রান হচ্ছে—নির্বাচন কমিশনের তদন্ত প্রয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৫৪ জঙ্গিপুর বিধানসভার অংশ নং ১২১ এর প্রায় ১৭৫ জন এবং ১২২ অংশের ৭০ জন উপযুক্ত প্রমাণাদি দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক তথা জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন জমা দেন। এদের মধ্যে ১২১ অংশের ৩১ জন এবং ১২২ অংশের ২৬ জনের নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত হয়। বাকীদের নাম কেন বাদ গেল এর প্রকৃত উত্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা দিতে পারেননি। ১২৩নং অংশে ক্রমিক নং ৫০৮ এর ভোটার শরিফা বিবির অভিযোগ—'বিয়ের আগে ভোট দিয়েছি। বর্তমান ভোটার লিষ্টে আমার নাম বাদ পড়েছে। তাই শ্বশুর বাড়ীর ঠিকানায় নাম তোলার জন্য নির্বাচন দপ্তরের কর্মীদের কথামত ৬নং ফরম পূরণ করে, তার সঙ্গে পূর্বের ভোটার লিষ্টের জেরক্স, রেশন কার্ডের জেরক্স, রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রমাণাদি দিয়ে ভোটার লিষ্টে নাম তোলার জন্য আবেদন করি। ২৯-১১-০৫ হেয়ারিং-এর দিনও জঙ্গিপুর হাই স্কুলে উপস্থিত থাকি। কিন্তু বর্তমান ভোটার লিষ্টে আমার নাম ওঠেনি। নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের পক্ষে আবেদন গ্রহণকারীর স্বাক্ষরযুক্ত ১৩৭/১২১ নম্বর চিরকূট আজও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে'। হাজিকুল ইসলাম, সাবির সেখ, মুনচেহারা বিবির অভিযোগ—একাধিকবার ৬নং ফরমে যাবতীয় প্রমাণাদিসহ দরখাস্ত করেও আজ পর্যন্ত তাঁরা ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারেননি। এই ধরনের অভিযোগ প্রচুর। অনেকের অভিযোগ, জীবিকার তাগিদে তাদের বাইরে থাকতে হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

নার্সদের কর্তব্যহীনতায় এক রোগীর শোচনীয় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েক বছর আগে সামসেরগঞ্জ থানার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে কেন্দ্রীয় সরকার বিড়ি শ্রমিকদের জন্য একটি হাসপাতাল চালু করে। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ফলে ডাক্তাররা বেশীদিন ওখানে থাকতে পারেন না। অন্যদিকে হাসপাতালের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িতে জড়িয়ে থাকেন, নার্সরাও ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকেন। এর ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পদে পদে বাধা পায়। তারই দৃষ্টান্ত—এক রোগীর শোচনীয় মৃত্যু। খবরে প্রকাশ, গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ধুলিয়ান পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীনগর গ্রামের হোসেন সেখ নামে একজনকে ডাঃ মৈত্রীয় চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় রোগীর উন্নতিও হয়। ২ মার্চ রাতে রোগীর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হওয়ায় ডিউটিরত নার্সের নির্দেশ মতো রোগীর আত্মীয়রা কোয়ার্টারে খবর দেয়া মাত্র ডাক্তারবাবু বার হয়ে এসেও চিকিৎসার কোন সুযোগ পাননি। নার্সরা গেট বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকায় বার বার ডেকেও তাদের গেট খোলাতে পারেননি। ততক্ষণে রোগীটি মারা যান। হাসপাতাল সুপার ঐদিন ছুটিতে ছিলেন বলে জানা যায়। দায়িত্বহীনতা ও অবহেলার অভিযোগ এনে স্থানীয় থানায় কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন হোসেন সেখের আত্মীয়রা। এ ছাড়া সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের কাছেও অভিযোগ পেশ করা হয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণ তদন্ত দাবী করেছেন তাঁরা। আমাদের প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভাগীরথী সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়েও মহিলা জীবিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে ভাগীরথী সেতুর উপর থেকে গংগায় ঝাঁপ দিয়েও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন এক মহিলা। গত ৪ মার্চ বিকেলে ভাগীরথী সেতুর উপরে মাস দেড়েকের শিশুকে ফেলে রেখে গংগায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন ঐ মহিলা। ৬টা নাগাদ তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। মানসিক বিপর্যস্তা মহিলাটি স্থানীয় কোন ইট ভাটার শ্রমিক জানা গেলেও (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর বইমেলা শুরু হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৮ থেকে ১৩ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্ক ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জঙ্গিপুর বইমেলা। প্রথম দিন মেলার উদ্বোধন করছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক কিন্নর রায়। ঐ দিনের বিশেষ অতিথি থাকছেন গল্পকার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। ৯ মার্চ সম্প্রীতি দিবসে উপস্থিত থাকছেন কবি জিয়াদ আলি। ১০ মার্চ লোক-সংস্কৃতি দিবসে আলকাপ শিল্পীদের সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত (শেষ পৃষ্ঠায়)

ছেলেধরার খপ্পর থেকে উদ্ধার পেলো দুই বালক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যান্ড লাগোয়া ব্রীজের সাঁড়র ওপর থেকে দু'জন যুবক উধাও হয় গত ২৮ ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টা নাগাদ। একজন মহম্মদপুরের করিমোল্লা সেখের ছেলে সহিদ (১০) ও মির্জাপাড়ার আর একজন তারই সমবয়সী। তারা দু'জনই শিশু শ্রমিক। ব্রীজের ওপর ভ্যান ঠেলে দিয়ে পয়সা রোজগার করে। জানা যায়, ঘটনার দিন একজন অপরিচিত (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১২ সাল।

এই বছরের বাজেট

জমা খরচের হিসাব নিকাশ, আয় ব্যয়ের খতিয়ান হইল বাজেট। সম্প্রতি রেল বাজেট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ঘোষিত হইল। প্রতি বছরই হইয়া থাকে। তাহা লইয়া বিভিন্ন মহলের সন্তোষ-অসন্তোষ প্রকাশ পায়। দরিদ্র সীমায় বসবাসকারী মানুষ হইতে মধ্যবিত্ত, ধনী শিক্ষা মহল—সর্বপর্যায়ের মানুষ বাজেট জানিবার আগ্রহে উন্মুখ থাকে। কেহ হতাশ হয় আবার উৎফুল্ল হয় কেহ কেহ। প্রথমে রেল বাজেট তারপর পেশ হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ বাজেট। লালুপ্রসাদের রেলবাজেট উদার নীতির পথেই ধাবমান বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন কেহ কেহ। তবে লক্ষণীয় হইল রেলের যাত্রীভাড়া বাড়ানো হয় নাই। তাহা ছাড়া তাহার অন্যতম আকর্ষণ হইল—বিমান যাত্রীদের রেলমুখী করিয়া তুলিবার উদ্যোগ। তাহার জন্য শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া হ্রাস করা হইয়াছে। নিত্য যাত্রিদের ক্ষেত্রেও ভাড়া বৃদ্ধি করা হয় নাই। বাতানুকূল গরীব রথ চালু করিবার প্রস্তাব রেলমন্ত্রীর বিশেষ চমক—যাহার ভাড়া হইবে এ সি থ্রি টায়ারের তুলনায় পঁচিশ শতাংশের কম। আগামী বর্ষ হইতে ৫৫টি নতুন ট্রেন চালু করিবার প্রস্তাবও রহিয়াছে রেলমন্ত্রীর নয়া বাজেটে। তাহাতে যাত্রি ভাড়া এবং পণ্য মাশুলও বাড়িতেছে না বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। সাধারণতঃ পণ্য-দ্রব্যের মূল্য বাড়ে যদি রেল মাশুল বৃদ্ধি করা হয়। পণ্য পরিবহনকে আরো গতিশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টা বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম যে সাধারণ বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তেমন কোন চমক নাই—নাই নয়া নয়া প্রকল্প ঘোষণার চিত্ত চমৎকারী জৌলুষ। তাঁহার বাজেটে মধ্যবিত্তের নিকটে বড় সংবাদ তাহাদের আয়করে বৃদ্ধি না ঘটানো। মধ্যবিত্তরা আয়করের বাড়তি বোঝা বহন হইতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবেন। আবার অন্যদিকে সম্পদকর; করপোরেট করেরও বৃদ্ধি ঘটানো হয় নাই। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ও উৎপাদন শুল্ক হ্রাসের কথা বলা হইয়াছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বাড়ানো হইয়াছে বাজেট বরাদ্দ, যাহা দীর্ঘদিন একপ্রকার উপেক্ষিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই প্রয়াস সামাজিক দায়-বদ্ধতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি। গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের বরাদ্দ ৫৪% বৃদ্ধির কথাও বলা হইয়াছে।

বাজেট লইয়া নানা জনের নানা মত। কেহ বলিতেছেন—আর্থিক সংস্কার ইহার লক্ষ্য। আবার কাহারো মতে এই বাজেট জোটের সীমাবদ্ধতা এবং বামেদের খুশি করার চেষ্টা মাত্র। আবার কাহারো ধারণা শিল্পে সন্তোষজনক বৃদ্ধি, জাতীয় আয়ের আট শতাংশের অধিক বৃদ্ধি ভারতীয় অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার প্রয়াস। কাহারো চোখে পড়িয়াছে এই বাজেট প্রস্তাবে সুস্থিরতার লক্ষণ। প্রতিরক্ষার খাতে ব্যয় বরাদ্দ পূর্বের তুলনায় অনেকটা বাড়িয়াছে। কাহারো কাহারো বিবেচনায় এই টাকা কথিত খাতে ব্যয় না করিয়া জনকল্যাণের সামাজিক খাতগুলির উপর বরাদ্দ করিলে দেশ ও দশের উপকার হইত। দেশের শিল্পমহল এই বাজেট দেখিয়া সন্তোষ-প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের মতে এই বাজেট অগ্রগতির রূপরেখার ইংগিতবাহী। অর্থমন্ত্রীর এই বাজেট উন্নয়নমুখী বলিয়া কোন কোন মহল মন্তব্য করিয়াছে। আবার কাহারো মন্তব্যঃ এবারের বাজেট বার্ষিক আয় ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থ-মন্ত্রীর দক্ষতা ইহার মধ্যে কেহ কেহ দেখিয়াছেন। তবে ইহাও ঠিক, বাজেট লইয়া সব সময় সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় না। সামাজিক কল্যাণ—উন্নয়ন মুখিতার দিকটি সার্বিকভাবে বিচার্য হওয়া উচিত।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পৌর কর্তৃপক্ষ নজর দিন

রঘুনাথগঞ্জ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পৌর সভার উদ্যোগে পরিস্রুত পানীয় জল সর-বরাহ করার জন্য যে নির্দিষ্ট স্থানগুলি নির্ধা-রিত হয়েছে, সেই জায়গাগুলি (কলতলা) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৪নং ওয়ার্ডের ফাঁসিতলা অঞ্চলের (মসজিদের সামনে) কলতলাটি বারবার পৌর কাউন্সিলার ও পুর বাস্তুকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও বাঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে ভাঙ্গা-চোড়া কলতলার চারপাশে নোংরা বদ্ধ জল জমে থাকছে। ১৪ ও ১৫নং ওয়ার্ডের অধিবাসীদের বাধ্য হয়ে ওখান থেকেই জল নিতে হচ্ছে।

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

দুটি কবিতা

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা ও খুকু

ছোট্ট খুকুর হাজার প্রশ্ন
মায়ের বিড়ম্বনা—
সাগর ছেঁচে মুক্তা মানিক
একটি বিন্দুকণা।
'মা এটা কি', 'মা ওটা কি'
হরেক কথার ফুল—
মায়ের চুমায় দুলে ওঠে
খুকুর কানের দুল।
মায়ের কাজ পন্ড হয়
খুকুর আবদারে—
'আমার সঙ্গে লুডু খেল,
কেন খেলবেনা, বা রে' ?
খুকুকে ঘিরে মায়ের জগৎ
রঙিন হয়ে ওঠে—
রঙবে-রঙের স্বপ্ন-পাখি
খুকুকে ঘিরে জোটে।
খেলতে খেলতে ঘুমায় খুকু
মা-ই যে তার সাথি
ঘুমের মাঝে তারায় তারায়
জ্বালায় হাজার বাতি।

• মা ও মেয়ে •

মা বললেনঃ
মায়া বাড়াস না—
মেয়ে নীরব।

মা বললেনঃ
মায়া বাড়িয়ে কী লাভ—
মেয়ে কিন্তু নীরব।

মা বললেনঃ
আয় মা কাছে আয়—
মেয়ে গোপন করল
তার চোখের কোণে টলোমলো
দু' বিন্দু মুক্তো।

ভালবাসা কখনো দেয় নীরবতা
এক অদ্ভুত নীরবতা।

বাক্‌দেবীর নিরঞ্জন শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ১ মার্চ সন্ধ্যায় সরস্বতী পুজোর সাতাশ দিন পর বাক্‌দেবীর বিসর্জন শোভাযাত্রা করে জঙ্গিপুর বাসন্তীতলা ক্লাব একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। নানারকম বিজলীবাতির চমক, চার-রকমের বাজনা আর বাজনার সাথে উদ্দাম নাচ যেমন ছিল, তেমনি তাদের চিরদিনের ঐতিহ্য লন্ঠন গেটও ছিল।

চিকেন-সুন্দরী

শীলভদ্র সান্যাল

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে পোলাট্রি-বাসিনী উর্বশী !
সাম্রাজ্ঞী মুকুট সম নিরুপম ধরি ঊর্ধ্বে ঝুঁটি
কভু বাঁকাইয়া গ্রীবা, ভঙ্গিভরে শস্য লহ খুঁটি
গুচ্ছ পালক লয়ে পুচ্ছ দেশে উঠিয়াছে ফুটি
মত্ত অহমিকা তব, অনবগুন্ঠিতা
তুমি অকুন্ঠিতা।
সুধা ঝরা কন্ঠে তব, সকলের নিদ্রা যায় টুটি
মার্কেটে করে ছুটোছুটি
আলস্যে লাস্য ভরে তোমার অঙ্গ ওঠে দুলি
তনু-বল্লরী দেখি চিত্ত লোক ওঠে যে আকুলি
বিচিত্র গন্ধে স্বাদে আহ্লাদে রসনায় তুলি
মশলা মাজিত ঝাং নিবিড় সৌরভে
বিপুল গৌরবে।
শিশু হ'তে বৃদ্ধ যুবা সকলের কাছে তুমি শ্রেয়
চর্ব্য চুষ্য কিবা লেহ্য পেয়।
হোটেল রেঁস্তোরা বারে সর্বত্র দোলা দাও চিতে
রন্ধনশালে তুমি ঘরে ঘরে থাকো ডেক্‌চিতে
তারপর পাত্রভরি প্রার্থীর স্পৃহা মিটাইতে
বাতাসে ছড়াও কত আশ্লেষের রেণু
ধন্য কর মেনু।
প্রেমের মদিরাভরা দিনগুলি সুখে যেতে যেতে
হায় কার অশনি সংকেতে
বার্ড'ফ্লুর ছদ্মবেশে নেমে এল প্রবল প্রমাদ
মুহূর্তে টুটে গেল রসিকের সব স্বপ্ন সাধ
খাদ্য তালিকা হ'তে হ'য়ে গেলে তুমি বরবাদ
অস্ত গেল রাহুগ্রস্ত গৌরব শশী
মিস্ উর্বশী !
প্রাণ শুধু খাবি খায়, নিরুপায়, তোমার বিরহে
শোকে দুই চোখে অশ্রুবহে
তব স্বাদ বঞ্চিত সকলের চরা পড়ে পেটে
মূল্যসূচক ক্রমে ফল্ কার শেয়ার মার্কেটে
তোমার শাঁসালো ছবি দেখে শুধু দিন যায় কেটে
বুঝিবেনা, কী বেদনা বক্ষ 'পরে ধরি
চিকেন-সুন্দরী !

ভ্রম সংশোধন

গত ২২ ফেব্রুয়ারী '০৬ এর জঙ্গিপুর সংবাদ-এ সুতী-১ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তিতে দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১০-০৫-২০০৬ ছাপা হয়েছে। ওটা ১০-০৩-২০০৬ হবে।

প্রকাশক—জঙ্গিপুর সংবাদ

নিরুদ্দেশ

আমার ছেলে রাজেশ হেমব্রম, বয়স ১১, গত ২৬ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-৩০ নাগাদ জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশন থেকে বাড়ী ফেরার পথে নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজ খবর করে তার সন্ধান না পেয়ে আজিমগঞ্জ জি, আর, পির কাছে অভিযোগ জানাই। কেউ সন্ধান দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

মানু হেমব্রম, মনিগ্রাম ষ্টেশনপাড়া

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা ও শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে আগামী ইং ১১ই মার্চ ২০০৬ শনিবার বিকেল ৫টায় রঘুনাথগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় বেলুড় মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীবৃন্দসহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

শিল্পায়ন
শুধু শহরের নয়
গ্রামের ছেলেমেয়েরাও
কাজ করবে শিল্পে

শিল্পায়ন কথাটির তাৎপর্য শুধুমাত্র নাগরিক জীবনেই আবদ্ধ নয়। শিল্পের সুদূরপ্রসারীর ফলে উপকৃত হবেন রাজ্যের প্রতিটি মানুষ। আরও অনেক বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থান হবে। ফলে সুরক্ষিত হবে আরও বেশি পরিবারের ভবিষ্যৎ। আসবে সুখ, সমৃদ্ধ, স্বাচ্ছন্দ্য। উন্নত হবে দেশ। উন্নতি হবে দেশবাসীর। আসুন শিল্পের জোয়ারে মুছে ফেলি জীবনের সব বাধা। এগিয়ে চলি এক উন্নত ভবিষ্যতের দিকে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

স্মারক সংখ্যা ১১৩(৩০)/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১৪-২-০৬

CORRIGENDUM

In persuance of this office memo. no. 242 (28) dt. 15.02.2006 regarding N. I. T. No. 03/R.I.D. F.—X/ P. O. R. S. of 2005-06, it was erroneously mentioned about Tender Paper in W. B. F. No. 2911 (11) which should be read as W. B. F. No. 2908 instead.

Inconvenience for such error is however regretted. All other terms and condition of the original tender notice will however remaen unchanged. Detailed information may be had from the office of the undersigned.

Sd/- S. Gupta
Joint Director of Agriculture (Pulses)
Berhampore

Nemo No. 170 (2) Inf./Dated 1-3-06

শহরের লজ মালিকদের নোটিশ

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ রঘুনাথগঞ্জ শহরে বেশ কয়েকটি লজ দীর্ঘদিন চালু থাকলেও তারা কেউ পুর আইন মেনে চলে না। অবিলম্বে 'সার্ভিস চার্জ' জমা দেয়ার জন্য পুরসভা থেকে প্রত্যেক লজ মালিককে নোটিশ দেয়া হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে এ খবর জানান পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

কমিশনের তদন্ত প্রয়োজন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোটার লিষ্টে নাম তোলার জন্য হেয়ারিং-এর দিন তারা সেখান থেকে এসে হাজির হচ্ছেন অথচ ভোটার লিষ্টে নাম উঠছে না। আরো অভিযোগ—বহু অশিক্ষিত ভোটার রেশন কার্ডের বয়স উল্লেখ করে আবেদন জমা দিলে জন্ম সার্টিফিকেটের দোহাই দিয়ে তাদের আবেদনপত্র বাতিল করে দেয়া হচ্ছে। এক পাড়ার ভোটার অন্য পাড়ায় ব্যবসা করেন। এবং ব্যবসার স্বার্থে তাকে ওখানে বাস করতে হচ্ছে। সেখানেও তার নাম ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। অথচ বর্তমানে যেখানে বাস করছেন সেখানে নাম তোলার জন্য যাবতীয় সরকারী নির্দেশ মেনে দরখাস্ত জমা দিয়েও নাম ওঠাতে পারেননি। ২% এর দোহাই দিয়ে বহু প্রকৃত ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়—১ থেকে ৮ নম্বর ফরম—কোনটা ছবি না থাকায় কোনটা ছবি থাকলেও মহিলার নামের পাশে পুরুষের ছবি থাকলে কিভাবে ফরম ভর্তি করতে হবে, কোনটাই সবই ঠিক আছে শুধু কার্ড়ের নম্বর নাই, তার জন্য কত নম্বর ফরম এবং এক কপি নয়—সবই দু' কপি চাই এবং একজন কার্ডধারী আত্মীয়ও চাই। এই হ্যাপা সামলাতে কয়েকশো গ্রামের মানুষের ঢল এখন মহকুমা শাসকের দপ্তরে। সেখানেও চাপ সামলাতে পুরুষদের জন্য ৩টি ও মহিলাদের একটি পৃথক কাউন্টার খোলা হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে মানুষও যেন উঠে পড়ে লেগেছে। এ এক করুণ অবস্থা। নির্বাচন কমিশনের কথা—ভোটের আগের দিন পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা যাবে। অথচ নির্বাচন দপ্তরের কর্মীদের দুর্ব্যবহার, গা ঝাড়া কথাবর্তা দিনের পর দিন মানুষকে হয়রান করছে। এসব দেখার কেউ নেই।

উদ্ধার পেলো দুই বালক (১ম পৃষ্ঠার পর)

লোক তাদের ব্রীজের ওপর নিয়ে গিয়ে দু'জনের হাতে এগার টাকা করে দেয়। এরপর ওরা আর কিছু জানে না। পরে আহিরণ বাসষ্ট্যান্ডে তাদের দু'জনের কান্নাকাটি দেখে অনেক লোক জমে যায়। মির্জাপাড়ার একজন রাজমিস্ত্রী ঘটনাস্থলে কাজ করছিলেন। তিনি মির্জাপাড়ার ছেলেটিকে চিনতে পারেন এবং ওদের দু'জনকে ওখান থেকে বাড়ী নিয়ে আসেন। অপরিচিত লোকটির কোন সন্ধান মেলেনি।

জঙ্গিপুর বইমেলা শুরু হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান তরুণ মুখোপাধ্যায়। ১১ মার্চ সর্বশিক্ষা-সর্বস্বাস্থ্য ও প্রবীণ দিবসে প্রধান দুই বক্তা থাকছেন পবিত্র সরকার ও ডাঃ কৈলাসপতি চ্যাটার্জী। ১২ মার্চ ছাত্র-যুব দিবসে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থা বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান মইনুল হাসান। ১৩ মার্চ মেলার শেষ দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহিরাগত শিল্পী 'নয়ন' ছাড়াও স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। বই মেলায় প্রায় পঞ্চাশজন মতো পাবলিশার্স অংশ নিচ্ছেন। এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানান জঙ্গিপুর বইমেলা কমিটির সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

বিনা ব্যয়ে মাইক্রোসার্জারী

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ জঙ্গিপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের সম্পাদক নীহার সরকার ও কয়েকজনের প্রচেষ্টায়, বিখ্যাত চক্ষু সেবা প্রতিষ্ঠান শুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন এন্ড রিসার্চ সেন্টারের পরিচালনায়, রঘুনাথগঞ্জ মাড়োয়ারী ধর্ম্যশালায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারী প্রায় তিনশো দুঃস্থ মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। পরে সর্বাধুনিক মাইক্রোসার্জারীর মাধ্যমে নব্বই জনের ছানি অপারেশন করা হয় উপরোক্ত সংস্থার বহরমপুর শাখায়। রোগীদের যাতায়াত ও ছানি অপারেশনের যাবতীয় ব্যয় বহন করে শুশ্রুত কর্তৃপক্ষ।

রোগীর শোচনীয় মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

করতে গিয়ে ডাক্তারদের সাথে নার্সদের দুর্ব্যবহার স্বচক্ষে দেখে আসেন। জনৈকা নার্স এক ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন রোগীর আত্মীয়দের সামনেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঐ ডাক্তারের উদ্দেশ্যে অসম্মানজনক কথাবার্তা বলেন। নিম্নমানের খাবার সরবরাহেরও অভিযোগ আনেন কয়েকজন রোগী। অনেকে বাধ্য হয়ে বাড়ী থেকে খাবার আনার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে নানা অব্যবস্থায় জর্জরিত তারাপুর কেন্দ্রীয় হাসপাতাল।

মহিলা জীবিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। উদ্ধার হওয়ার পর শিশুকে মায়ের কোলে ফেরত দিলে পরম মমতায় তাকে বুকে টেনে নেওয়ার ঘটনার সাক্ষী হ'য়ে থাকলো চারপাশের ভিড় করে থাকা একঝাঁক মানুষ। ভাগীরথী সেতু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া ঘটনা এর আগেও হয়েছে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা বিরল।

বসত জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে রঘুনাথগঞ্জ মৌজায় (দাগ ১৪৪ হাল ১৩৯ ত্রুটিশূন্য) ভদ্র পরিবেশে ৬½ শতক জায়গা বিক্রয় আছে।

শ্রীশঙ্কর ভকত
রঘুনাথগঞ্জ পাকুড়তলা

ফলন্ত বাগান বিক্রি

২ বিঘা আম বাগান, ১½ বিঘা লিচু বাগান। যোগাযোগ করুনঃ
আমিনুল হক (ঝন্টু)
এজেন্ট এল, আই, সি, আই
গ্রাম সুজাপুর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ফোনঃ ০৩৪৮৩-২৬৬৭১৩, মোবাইলঃ ৯৪৩৪১৫৭৯৬২

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

॥ কার্ডস ফেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোনঃ ২৬৬২২৮)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।